ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital Media Act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ৩২৩ ● কলকাতা ● ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ ● রবিবার ● ০১ ডিসেম্বর, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

অর্জুনের পর নতুন যে সম্পর্কের কথা জানালেন মালাইকা

পৃঃ ৫

লিভারপুলে নতুন চুক্তির প্রস্তাব না পেয়ে হতাশ সালাহ

পৃঃ ৬

## চিন্ময়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে

# বদলের বাংলাদেশে ফের গ্রেফতার 'সনাতনী' সন্ন্যাসী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** চিন্ময়কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারীর গ্রেফতারের পর বাংলাদেশের চট্টগ্রামে গ্রেফতার আরও এক সন্ন্যাসী। কী কারণে ওই সন্ন্যাসীকে গ্রেফতার করা হয়েছে তা পুলিসের তরফে এখনও বলা হয়নি। তবে জানা যাচ্ছে শ্যামদাস প্রভু নামে ওই সন্ন্যাসী জেলে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন। চিন্ময়কৃষ্ণের গ্রেফতারের পর কলকাতায় এনিয়ে বাংলাদেশ হাই কমিশনের সামনে বিক্ষোভ হয়েছে। গ্রেফতারের ঘটনার পরপরই প্রতিবাদ ও নিন্দা জানায় ভারত এবং শাসক দল বিজেপি। এখন প্রশ্ন হল, কে এই চিন্ময় কৃষ্ণ দাস ব্রহ্মচারী? আর কেনইবা তাকে গ্রেফতার হতে হলো কিংবা গ্রেফতারের পরই বা কেন চারদিকে এতো আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হলো? চিন্ময় কৃষ্ণ দাস আসল নাম চন্দন কুমার ধর। গত ৫ আগস্ট বাংলাদেশের ছাত্র-জনতার অভ্যুত্থানের পর একাধিক সমাবেশের নেতৃত্ব দেন তিনি। তার দাবি, বাংলাদেশের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের উপর হওয়া 'নিপীড়নের' বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতেই এ সমাবেশ। তবে তার কর্মকাণ্ড নিয়ে বিতর্ক দানা বাঁধে।সূত্রের খবর শ্যামদাস প্রভু জেলে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জন্য প্রসাদ নিয়ে গিয়েছিলেন। ওই

এরপর ৩ পাতায়

## রাজ্যে চালু হচ্ছে 'সেবাশ্রয়',

# ডক্টরস সামিটে ঘোষণা অভিষেকের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আরজি কর নিয়ে ইস্যু নিয়ে মুখ খুলেছিলেন চিকিৎসক তথা তৃণমূলের প্রাক্তন মুখপাত্র শান্তনু সেন। শান্তনুর সেই বক্তব্যের কয়েক ঘণ্টা পরই বেহালার একটি কর্মসূচি থেকে নাম না করে সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে শোনা গিয়েছিল, 'কয়েকজন বলছেন, তাঁরা মুখপাত্রের পদ ছেড়ে দিয়েছেন। জেনে রাখুন, আমরা তাঁদের আগেই সরিয়ে দিয়েছি।' নিন্দুকের সেই সময় প্রশ্ন তুলেছিল তবে সুপ্রিমোর রোষের মুখে পড়েছেন শান্তনু?নতুন বছর থেকে ডায়মন্ড হারবারের সাত বিধানসভায় চিকিৎসা শিবির চলবে। প্রতিটি বিধানসভায় ১০ দিন ধরে স্বাস্থ্য শিবিরের ভাবনা। দশ দিনের মধ্যে সাতদিন শিবির পরিচালনায় জেনারেল মেডিসিনের চিকিৎসকেরা একেক দিন বিধানসভা ভিত্তিক ৪০টি শিবির করার পরিকল্পনা। তিনদিন সুপার স্পেশালিটি বিভাগের চিকিৎসকেরা থাকতে পারেন। স্বাস্থ্য শিবিরের মাধ্যমে 'চলমান-হাসপাতাল' পরিষেবা দেওয়ার ভাবনা। স্বাস্থ্য শিবিরে সাধারণ রক্ত পরীক্ষার পাশাপাশি পোর্টেবল ইসিজি পরিষেবা দেওয়ারও পরিকল্পনা। পঁচাত্তর দিন ধরে চলবে এই কর্মসূচিটি। আটশো চিকিৎসক যোগ উপস্থিত থাকবেন। প্রতি শিবিরে অন্তত দু'জন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক থাকছেন। সঙ্কটজনক রোগীদের জরুরি চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ১২টি সরকারি-বেসরকারি হাসপাতালে পাঠানো হবে। হিমোগ্লোবিন-সহ রক্তের নানাবিধ পরীক্ষা-সহ ডেঙ্গি পরীক্ষার সুবিধা। তৎক্ষণাৎ ডায়গনিস্টিক টেস্ট ও রয়েছে।এই আবহেই এবার ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ তথা তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কর্মসূচিতে

এরপর ৩ পাতায়

## সুরক্ষা কীভাবে দিতে হয়

# ইউনুসকে বুঝিয়ে দিল ভারত

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে বাংলাদেশকে। মহম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারকে ফের বার্তা দিয়েছে ভারত। শুক্রবার নয়াদিল্লির এই কড়া বার্তার পর কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাসে এক অভিযান নিয়ে বিবৃতি দিল বাংলাদেশ সরকার। উপদূতাবাসের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ভারতকে বার্তা দিল ইউনুস সরকার।কূটনৈতিক মহল বলছে, ভারতের কড়া বার্তার পর কার্যত ভয় পেয়ে কলকাতায় শান্তিপূর্ণ অভিযানের প্রসঙ্গ টেনে আনছে ইউনুস সরকার। কলকাতায় উপদূতাবাস ও বাংলাদেশের অন্যান্য কূটনৈতিক মিশনের কর্মীদের নিরাপত্তার বার্তা পাঠিয়েছে ইউনুস সরকার। কিন্তু, বাংলাদেশের বার্তার আগেই ভারত নিরাপত্তা আরও বাড়িয়েছে। নিরাপত্তা কীভাবে দিতে হয়, সেই বার্তা দিল বাংলাদেশকে।

তবে বাংলাদেশ সরকারের এই বিবৃতির আগেই উপদূতাবাসের নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও বাড়ানো হয়েছে। দিল্লিতেও বাংলাদেশ হাইকমিশনের নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে।

বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতির প্রতিবাদে গতকাল কলকাতায় বাংলাদেশ উপদূতাবাস অভিযানের ডাক দিয়েছিল 'বঙ্গীয় হিন্দু জাগরণ মঞ্চ'। গতকালের সেই মিছিলের পর এদিন বাংলাদেশ উপদূতাবাসের নিরাপত্তা আরও বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেয় কলকাতা পুলিশ। লালবাজার

এরপর ৩ পাতায়


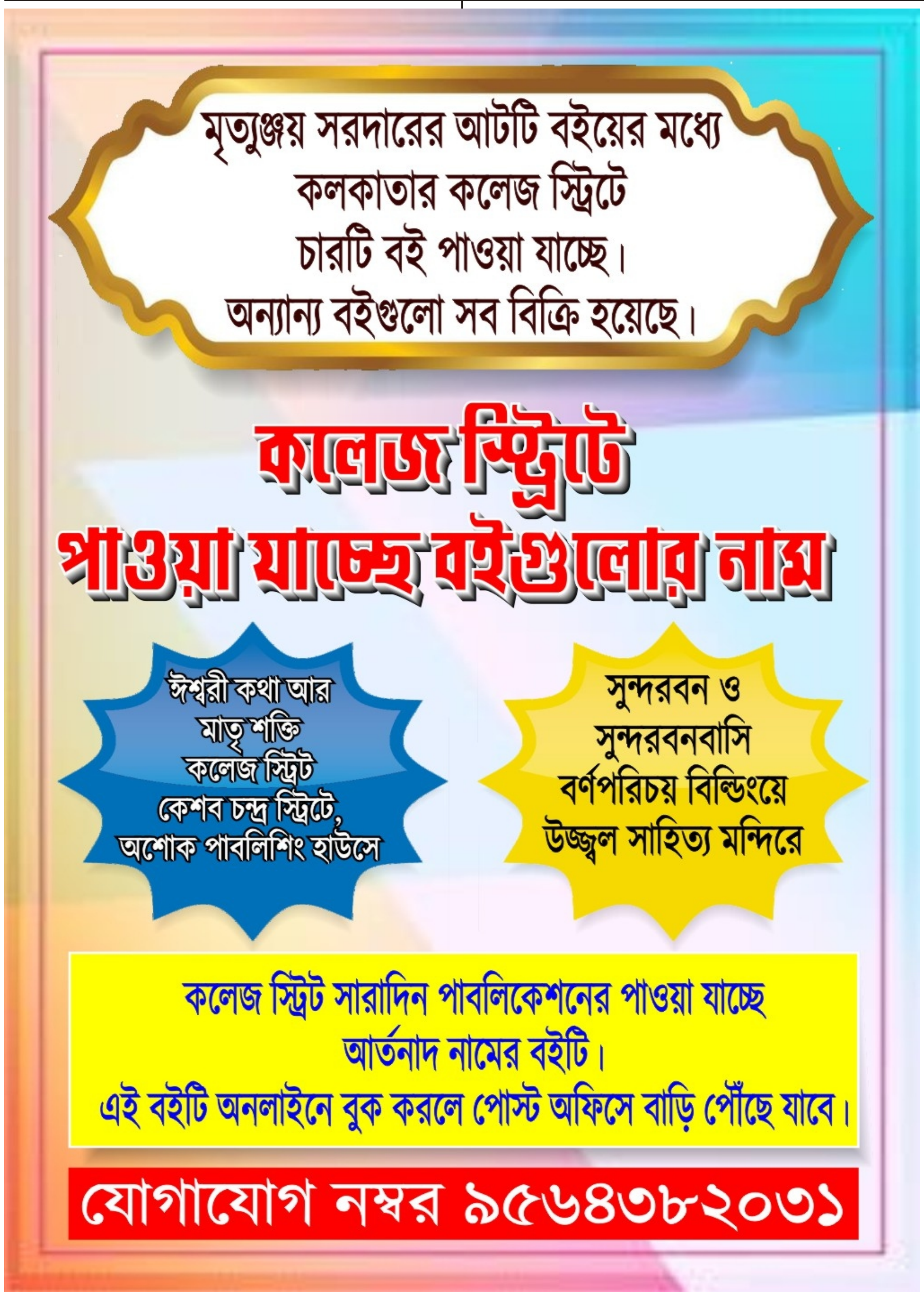

## মাথায় গামছা বেঁধে ট্রাক্টর নিয়ে
# ধান কিনতে হাজির জেলাশাসক

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আগেকার দিনে নিজের রাজ্যের হাল হকিকত জানার জন্য রাজা-মন্ত্রীরা সাধারণ মানুষের ছদ্মবেশে বেরিয়ে পড়তেন রাজ্য ভ্রমণে। সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁরা রাজ্যবাসীর সুবিধা-অসুবিধা সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা পেতেন। সেই একই পদ্ধতিতে সাধারণ কৃষকদের সঙ্গে মিশে গিয়ে তাঁদের পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত হলেন এক জেলাশাসক। গত বৃহস্পতিবার এই অভিনব কাণ্ড ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। এরপর তিনি প্রায় এক ঘন্টা ওই ধান সংগ্রহ কেন্দ্র পরিদর্শন করেন। এদিন ওই জেলাশাসক কমিটির ম্যানেজারকে নির্দেশ দেন কৃষকদের যেন কোনও রকমের সমস্যায় না পড়তে হয়। কোনও দালাল বা মিডল ম্যানদের কারণে কৃষকরা যেন নিজেদের প্রাপ্য অর্থ থেকে বঞ্চিত না হন। কোনও গাফিলতি ঘটলে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নেওয়া হবে। এদিন ধান সংগ্রহ কেন্দ্র পরিদর্শনের পাশাপাশি সীতাপুর কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্কেও পৌঁছে যান ওই জেলাশাসক। সেখানে সমস্ত কাজ সঠিক নিয়মে পালিত হচ্ছে কিনা তা নিজে তদারকি করেন তিনি। জেলা শাসকের এই মানবিক পদক্ষেপে খুশি সেখানকার স্থানীয় কৃষকরা। আজকের দুর্নীতির বাজারে এই জেলাশাসকই যেন সাধারণ কৃষকদের কাছে দেবদূত।ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের ছত্তিশগড় রাজ্যে। জেলাশাসকের এদিনের কীর্তি অবাক করেছে সেখানকার সাধারণ মানুষকে।প্রকৃতপক্ষে, ছত্তিশগড়ের সুরগুজা জেলার কালেক্টর শ্রী বিলাস ভোস্কর একজন সাধারণ কৃষকের বেশে ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে পৌঁছে যান। তাঁর মাথায় বাঁধা ছিল গামছা, এমনকি ট্রাক্টর নিয়ে হাজির হতে দেখা তাঁকে, ফলে প্রথমেই কেউ এই বিষয়টি ধরতে পারেননি। ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে ঘন্টার পর ঘন্টা লাইনেও দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায় তাঁকে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন এসডিএম রবি রাহিও। ওই জেলাশাসক পেটলা ধান সংগ্রহ কেন্দ্রে একজন সাধারণ কৃষকের ছদ্মবেশেই ধানের ওজন প্রক্রিয়ার স্টক নেন। এরপর তিনি কৃষকদের সঙ্গে কথা বলা শুরু করেন এবং তাঁদের পরিস্থিতি সম্পর্কেও জানতে চান। এর কিছুক্ষণের মধ্যেই ওই জেলাশাসকের পরিচয় জানতে পারার পরই হতবাক হয়ে যান লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা বাকি সকলে।

## মুড়িগঙ্গার উপর দীর্ঘ 'গঙ্গাসাগর সেতু'
# নির্মাণ হতে চলেছে, জুড়তে চলেছে সাগরদ্বীপ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** গঙ্গাসাগর সেতু' গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। যেখানে স্থলভাগের মূল ভুখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে যেতে চলেছে সাগরদ্বীপ। এই সেতু আগামী চার বছরের মধ্যে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতর। আর এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে পুণ্যার্থীদের বিরাট উপকার হবে। আগামী ২০২৯ সালের জানুয়ারি মাসে যখন পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগর মেলায় আসবেন তখন কলকাতা থেকে সোজা গাড়ি নিয়ে কপিল মুনির আশ্রম পর্যন্ত চলে আসতে পারবেন।যে বিস্তারিত প্রকল্প রিপোর্ট তৈরি হয়েছে তাতে উল্লেখ রয়েছে, গঙ্গাসাগর সেতু চার লেনের হবে। যার খরচ ধরা হয়েছে ১ হাজার ৪৩৮ কোটি ৬২ লক্ষ ৩৪ হাজার ৬৫৪ টাকা। এখানে বহু বাসিন্দার কাছ থেকে জমি কেনার জন্য ইতিমধ্যেই নো অবজেকশন সার্টিফিকেট সংগ্রহ করে ফেলেছে জেলা প্রশাসন। বিনিময়ে দেওয়া হবে টাকা। এখন টেন্ডার ডাকার বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে। সুতরাং মুড়িগঙ্গা নদীর উপর গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের কাজের সূত্রপাত ঘটেছে। এটা মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প।তখন ভেসেলে করে আর নদী পার হতে হবে না। ইতিমধ্যেই এই সেতুর কাজ শেষের সময়সীমা বেঁধে দিয়ে দরপত্র জারি করেছে রাজ্য সরকার।

দুই প্রান্তে বিরাজ করছে কাকদ্বীপ এবং কচুবেড়িয়া। মাঝে মুড়িগঙ্গা। এই মুড়িগঙ্গার উপরই চার কিলোমিটার দীর্ঘ 'গঙ্গাসাগর সেতু' নির্মাণ হবে।

এরপর ৩ পাতায়

# কলকাতায় বাংলাদেশিদের চিকিৎসা বন্ধের বিরোধিতা ফিরহাদের

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ওপার বাংলায় হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে বাংলাদেশিদের চিকিৎসা বন্ধের সিদ্ধান্ত নিয়েছে কলকাতার একটি বেসরকারি হাসপাতাল। তবে এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করলেন না মেয়র ফিরহাদ হাকিম। এদিন পুরসভায় তিনি বললেন, 'বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে আমাদের প্রবল আপত্তি আছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোনও মানুষ অসুস্থ হলে তাকে সুস্থ করব না?উত্তর কলকাতার হাসপাতালে বাংলাদেশিদের চিকিৎসা বন্ধ নিয়ে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, "কোনও হাসপাতাল ব্যক্তিগতভাবে বন্ধ করতে পারে বাংলাদেশি নাগরিকদের পরিষেবা দেওয়া। বাংলাদেশের ঘটনা নিয়ে আমাদের প্রবল আপত্তি আছে। কিন্তু বাংলাদেশের কোনও মানুষ অসুস্থ হলে তাঁকে আমরা সুস্থ করব না? চিকিৎসক বা চিকিৎসা কেন্দ্রের ধর্ম রোগীকে সুস্থ করা। যদি চিকিৎসা না হয়, এটা আমাদের মানবিকতা বিরোধী, এটা ঠিক নয়।" তিনি আরও বলেন, "কেন্দ্র সরকার যদি ভিসা দেয় তাহলে সে চিকিৎসা করাতে পারবেন। কোনও সমস্যা হচ্ছে বলে আমার জানা নেই।" উল্লেখ্য, বাংলাদেশ কাণ্ডের জেরে পর্যটক ভিসা বন্ধ থাকলেও মেডিক্যাল ভিসা দেওয়া হচ্ছে।চিকিৎসক বা চিকিৎসা কেন্দ্রের ধর্ম তাকে সুস্থ করা।" বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার, ভারতের জাতীয় পতাকার অবমাননায় ফুঁসে উঠেছে বাংলা। সম্প্রতি প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ তথা বন্ধ্যত্বরোগ বিশেষজ্ঞ ইন্দ্রনীল সাহা সোশাল মিডিয়া পোস্টে লেখেন, 'বিইউইটি-র প্রবেশপথে ভারতীয় জাতীয় পতাকা বিছিয়ে রাখা! চেম্বারে বাংলাদেশের রোগী দেখা আপাতত বন্ধ রাখছি। আগে দেশ, পরে রোজগার। আশা রাখব দুই দেশের সম্পর্ক স্বাভাবিক না হওয়া অবধি অন্যরাও তাই করবেন।'এর পর মানিকতলার জেএন রায় হাসপাতাল বাংলাদেশি রোগীদের চিকিৎসা না করার সিদ্ধান্ত নেন। এদিন পুরসভা থেকে এই প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ফিরহাদ হাকিম।

## ধর্মতলায় ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী
# বিলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুদের শক্তি প্রদর্শন

**কলকাতা: নিউজ সারাদিন :** ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিল নিয়ে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে দেশজুড়ে বিরোধিতা চলছে। আজ, কলকাতার ধর্মতলা সংলগ্ন রানি রাসমণি রোডে উল্লিখিত বিলের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘুরা তাদের শক্তি প্রদর্শন করেছে। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের ধর্মতলা চলো অভিযানের অধীনে, সংখ্যালঘুরা আজ ওয়াকফ বোর্ড সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ প্রকাশ করেছে, এটিকে সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে মোদী সরকারের ষড়যন্ত্র বলে অভিহিত করেছে। সভা-

**জয়দীপ যাদব**

সমাবেশে তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি ও বিধায়ক মোশারফ হুসেন এবং রাজ্যের মন্ত্রী ও কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেন, এই ধরনের বিলের নামে সংখ্যালঘুদের অস্তিত্বই শেষ করার চেষ্টা করা হচ্ছে। সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে সেলের বেঙ্গল ভাইস প্রেসিডেন্ট মুস্তাফিজ হাশমি বলেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কীভাবে পুরো বাংলার উন্নয়ন করেছেন। এটি নিজেই একটি ইতিহাস। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার সব ধর্মের জন্য কাজ করেন। তিনি এই ধরনের বিলের তীব্র বিরোধী এবং তাঁর শাসনে বাংলায় কারও বিরুদ্ধে কোনো অত্যাচার হবে না। আমরা কেন্দ্রের প্রস্তাবিত ওয়াকফ (সংশোধনী) বিল, ২০২৪-এর তীব্র বিরোধিতা করি এবং যদি মোদী সরকার এভাবেই স্বেচ্ছাচারিতা চালিয়ে যায়, তাহলে আগামী দিনে দেশের সব শ্রেণীর মানুষের জীবন কঠিন হয়ে পড়বে। উক্ত প্রচারাভিযান ও সমাবেশে হাজার হাজার মাওলানা, বুদ্ধিজীবী, গণমাধ্যমকর্মী ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার লাখ লাখ মানুষ উপস্থিত থাকায় যান চলাচল ব্যবস্থাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

## অপরাজিতা বিল কে আইনে পরিণত করার
# দাবিতে হরিপালে মহিলাদের মহা মিছিল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নারী এবং শিশুদের সুরক্ষার দাবিতে গত দোসরা সেপ্টেম্বর বিধানসভায় অপরাজিতা বিল পাস করেন। কিন্তু সেই বিলটি আইনে পরিণত করতে কেন্দ্রীয় সরকারের টালবাহনার প্রতিবাদে আজ হরিপালে হরিপালের বিধায়িকা ডাক্তার

**বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল, হুগলি**

করবি মান্নার নেতৃত্বে এক বিশাল মিছিল বিভিন্ন পদ পরিক্রমা করে। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ডাক্তার করবি মান্না বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সারা ভারতবর্ষের মহিলা এবং শিশুদের রক্ষার্থে সর্বসময় চিন্তা ভাবনা করেন তারই মস্তিষ্কপ্রসূত এই অপরাজিতা বিল কেন্দ্রীয় সরকার অনুমতি না দেয়ার ফলে বিলটি আইনে পরিণত করা যাচ্ছে না তাই আমরা রাজ্যের মহিলারা যতদিন না এই বিল আইনে পরিণত হচ্ছে ততদিন আমরা আন্দোলন চালিয়ে যাব। এ বিষয়ে আগামীকালও আমরা মহিলাদের পক্ষ থেকে ধরনা কর্মসূচি পালন করব।

# প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত। বেশ কিছু দিন ধরে তিনি অসুস্থ অবস্থায় ভর্তি ছিলেন বারাণসীর একটি হাসপাতালে। সেই বারাণসীতেই জীবনাবসান হয়েছে তাঁর। টিভির বিতর্কসভায় অত্যন্ত পরিচিত মুখ ছিলেন পঙ্কজ দত্ত। নানা সময়ে নানা প্রগতিশীল কথা বলতে শোনা যেত তাঁকে। এমনকী তিনি রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধেও নানা সময় সরব হতেন। চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হল সেই কণ্ঠস্বর। বারাণসীর থিওসফিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়ার একটা অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়েছিলেন পঙ্কজ দত্ত। সেই অনুষ্ঠানে যাওয়ার সময়ই তিনি

এরপর ৩ পাতায়

১-ম পাতার পর

# সুরক্ষা কীভাবে দিতে হয় ইউনুসকে বুঝিয়ে দিল ভারত

সূত্রে খবর, একজন অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার গোটা নিরাপত্তা ব্যবস্থা নজরদারি করবেন। এছাড়াও থাকবেন ২ জন ইন্সপেক্টর। ৬ জন করে এএসআই এবং এসআই পদমর্যাদার অফিসার থাকবেন। মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে ৩০ জন লাঠিধারী কনস্টেবল থাকবেন উপদূতাবাসের বাইরে। কলকাতার পাশাপাশি দিল্লিতেও বাংলাদেশ হাইকমিশনের নিরাপত্তা ব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। বাংলাদেশে হিন্দু-সহ সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে বারবার ভারত বার্তা পাঠালেও ইউনুস সরকার তা নিশ্চিত করতে পারছে না। এদিনও বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিয়ে বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, "ভারত সরকার বিষয়টি নিয়ে চিন্তিত। আমরা লাগাতার বাংলাদেশে আইন শৃঙ্খলার বিষয়টি নিয়ে কথা বলছি। অন্তর্বর্তী সরকারের কাছেও সংখ্যালঘুদের সুরক্ষার বিষয়টি তুলে ধরে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। ভারতের অবস্থান খুব পরিষ্কার। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে সরকারকেই। নিরাপত্তার দায়িত্বও নিতে হবে।"

১-ম পাতার পর

# রাজ্যে চালু হচ্ছে 'সেবাশ্রয়', ডক্টরস সামিটে ঘোষণা অভিষেকের

হাজির হলেন তিনি। শনিবার আমতলার সমন্বয় অডিটোরিয়ামে চিকিৎসকদের সঙ্গে 'সমন্বয়' বৈঠক ডাকলেন অভিষেক। সেখানেই উপস্থিত হয়েছেন হাজারের বেশি চিকিৎসক। আমন্ত্রিত চিকিৎসকদের জন্য থাকছে পৃথক প্রবেশপত্র। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মডার্ন মেডিসিন, আয়ুর্বেদ বিভাগ মিলিয়ে হাজার চিকিৎসকের সভায় যোগদান করেছেন। এই সভা থেকে নিজের সংসদীয় এলাকার জন্য পৃথক কর্মসূচির ডাক দিয়েছেন তৃণমূল সাংসদ। কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে, 'সেবা শ্রয়'।

১-ম পাতার পর

# চিন্ময়কৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে বদলের বাংলাদেশে ফের গ্রেফতার 'সনাতনী' সন্ন্যাসী

সন্ন্যাসীকে গ্রেফতারে কোনও পরোয়ানা চট্টগ্রাম পুলিসের হাতে ছিল না। গ্রেফতারের বিষয়টি স্বীকার করেছেন কলকাতায় ইস্কনের মুখপাত্র ও ভাইস প্রেসিডেন্ট রাধারমণ দাস। এক্স হ্যান্ডেলে করা এক পোস্টে রাধারমণ লিখেছেন, আজ আরও এক সন্ন্যাসী শ্যামদাস প্রভুকে গ্রেফতার করেছে চট্টগ্রাম পুলিস। উল্লেখ্য, দেশদ্রোহের অভিযোগ চট্টগ্রামে গ্রেফতার করা হয়েছে ইস্কনের প্রাক্তন সদস্য চিন্ময়কৃষ্ণ দাসকে। তাঁর বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জাতীয় পতাকার অপমান ও প্ররোচনামূলক ভাষণ দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে। এনিয়ে ভারত ও বাংলাদেশে উত্তেজনা বাড়ছে।

২ পাতার পর

# মুড়িগঙ্গার উপর দীর্ঘ 'গঙ্গাসাগর সেতু' নির্মাণ হতে চলেছে, জুড়তে চলেছে সাগরদ্বীপ

স্বাধীনতার ৭৭ বছর পর এমন ঘটনা ঘটতে চলেছে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই সেতু নির্মাণে কোষাগার থেকে খরচ করবে প্রায় এক হাজার ৪৩৯ কোটি টাকা। তবে এই সেতু গড়ে তোলার কথা ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের। তখন কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে একপ্রস্ত কথা হয়েছিল। ৬ বছর আগে তখন প্রস্তাবিত তাজপুর বন্দরের অংশীদার হবে বলেছিল রাজ্য সরকার। যার বদলে কেন্দ্রীয় সরকারকে এই 'গঙ্গাসাগর সেতু' নির্মাণ করে দেওয়ার প্রস্তাব দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অবশেষে কোনও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেয়নি কেন্দ্রীয় সরকার বলে অভিযোগ।আর এখন তো সেসব সেগুড়ে বালি। এই গঙ্গাসাগর সেতু তৈরি হয়ে গেলে সাগরদ্বীপের সাধারণ মানুষ এবং প্রত্যেক বছর গঙ্গাসাগর মেলায় আসা বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর কষ্ট কমে যাবে। রাজ্যের কোষাগার থেকে তাই টাকা খরচ করে গঙ্গাসাগর সেতু তৈরির সিদ্ধান্ত নিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০২৩ সালে গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে এসেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তখনই রাজ্য সরকারের খরচে গঙ্গাসাগর সেতু নির্মাণের কথা ঘোষণা করেছিলেন। ২০২৫ সালে ৪ ফেব্রুয়ারি তারিখের মধ্যে দরখাস্ত জমা দিতে হবে।

২ পাতার পর

# প্রয়াত রাজ্যের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত

অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। এরপর তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল বারাণসীর একটা হাসপাতালে। সেখানেই ভর্তি ছিলেন রাজ্যের প্রাক্তন আইজি পঙ্কজ দত্ত। শনিবার প্রয়াত হয়েছেন তিনি।

স্পষ্টবক্তা হিসাবে অত্যন্ত পরিচিত ছিলেন পঙ্কজ দত্ত। তিনি একেবারে আপোষহীন ছিলেন। শাসকদলের নানা অনিয়মের বিরুদ্ধে একেবারে জোর গলায় তিনি বার বার প্রতিবাদ করে গিয়েছেন। সেই পঙ্কজ দত্ত চলে গেলেন। চিরবিদায় পঙ্কজ দত্ত।

এদিকে পঙ্কজ দত্ত প্রতি সন্ধ্যায় কার্যত টেলিভিশনের টকশোতে অংশ নিতেন। সেখানে একের পর এক একেবারে আপোষহীন বক্তব্য রাখতেন তিনি। এজন্য তাঁকে নানা সময়ে নানা সমালোচনা, চাপের মুখে পড়তে হয়েছে। কিন্তু তারপরেও তিনি তাঁর অবস্থান থেকে সরেনি। সূত্রের খবর, বারাণসীর ওই অনুষ্ঠানে যাওয়ার পথে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন তিনি। পঙ্কজ দত্ত বলতেন, আমি সাদাকে সাদা, কালোকে কালো বলব। তার জন্য যদি আমার জীবন চলে যায় তবুও আমি বলব।

আইনজীবী জয়ন্তনারায়ণ চট্টোপাধয়ায় সংবাদমাধ্যমে বলেন, পঙ্কজ দত্ত চলে গেলেন এই খবরে আমরা অত্যন্ত বিষন্ন হয়ে পড়েছি। আগাগোড়া তিনি গঠনমূলক সমালোচনা করে গিয়েছেন। তিনি বার বার মুখ খুলেছেন। বটতলা থানায় ডেকে নিয়ে গিয়ে তাঁকে হেনস্থা করা হয়েছিলৃআমি বার বার অনুরোধ করেছিলাম ওঁকে ছেড়ে দিন। এরপর তিনি বারাণসীতে গিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। পঙ্কজ দার মতো মানুষ বার বার ফিরে আসুন। বাঙালি পরে বুঝতে পারবে কী ক্ষতি হয়ে গেল। এদিকে পঙ্কজ দত্তের প্রয়াণে বিভিন্ন মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে। চিত্রশিল্পী সমীর আইচ বলেন, যেভাবে শাসকদল তাঁর কণ্ঠস্বরকে রোধ করলেন তা ভাবতে পারছি না। শাসকদল তাদের কুচক্রে থাকা কিছু মানুষকে দিয়ে যে ভাবে অভব্যতা করেছিল তা ভাবতে পারছি না। আজ বাঙালির অত্যন্ত বেদনাময় দিন।

এদিকে জীবনের একেবারে শেষ প্রান্তে তাঁকে কিছু অস্বস্তিকর অবস্থার মধেয় পড়তে হয়েছিল। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সম্প্রতি প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানকার অন্যতম বক্তা ছিলেন প্রাক্তন পুলিশ অফিসার পঙ্কজ দত্ত। সেখানেই তিনি যৌনকর্মীদের কথা সরাসরি উল্লেখ না করলেও সোনাগাছি শব্দটি উল্লেখ করেন। এরপরই শাসকদল, পুলিশ তাঁকে নানাভাবে চাপে ফেলা শুরু করেছিল বলে অভিযোগ।

# প্রবীণ নাগরিকদের স্বাস্থ্য বিমা নিয়ে সর্বশেষ তথ্য

**নতুন দিল্লি, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্বিশেষে ২৯.১০.২০২৪ তারিখ থেকে আয়ুষ্মান ভারত - প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা (এবি-পিএমজেএওয়াই)-র আওতায় ৭০ এবং তার বেশি বয়সী সমস্ত প্রবীণ নাগরিকদের জন্য বছরে ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত বিনা খরচে চিকিৎসার সুবিধা চালু করা হয়েছে।

সাধারণ ওষুধ, সাধারণ শল্য চিকিৎসা, অস্থি সংক্রান্ত চিকিৎসা, হৃদরোগ, ক্যান্সার সহ ২৭ ধরনের রোগের চিকিৎসাকে এই স্বাস্থ্য বিমার আওতায় আনা হয়েছিল। এই প্রকল্পে দেশের ৪.৫ কোটি পরিবারের ৬ কোটি প্রবীণ নাগরিক উপকৃত হবেন।

২৫.১১.২০২৪ পর্যন্ত ৭০ এবং তার বেশি বয়সী প্রবীণ নাগরিকদের প্রায় ১৪ লক্ষ আয়ুষ্মান বয় বন্দনা কার্ড প্রদান করা হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট খরচ ধরা হয়েছে ৩ হাজার ৪৩৭ কোটি টাকা। ৩১.১০.২০২৪ তারিখ পর্যন্ত এই প্রকল্পে ২৯ হাজার ৮৭০টি হাসপাতালকে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার মধ্যে ১৩ হাজার ১৭৩টি বেসরকারি হাসপাতাল।

লোকসভায় আজ এক প্রশ্নের লিখিত জবাবে এই তথ্য জানিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও জাভেদ।

# বাবুন বনাম ষষ্ঠী র নির্বাচন লড়াই

বেবি চক্রবর্তী : কলকাতা

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** বাবুন বনাম ষষ্ঠীর এই নির্বাচন নিয়েই আগ্রহ ছিল রাজ্য রাজনীতিতেও। খোদ মমতার পরিবারের লোক, একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নেমেছেন সচরাচর দেখা যায়নি। শুক্রবার ইঙঅ-র নির্বাচনের ফল যা অনুমান করা হয়েছিল, তাই হল। বাবুন মাত্র ২০টা ভোট পেয়েছেন। প্রেসিডেন্ট পদে বিরোধী প্রার্থী চন্দন রায়চৌধুরী পেয়েছেন ৪৫টি ভোট। কেন ভোটের পার্থক্য এতো বেশি? আসল কথা বুবুন মমতা বিরোধিতায় ময়দানে নেমেছিলেন। কিন্তু অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় কখনোই প্রতিযোগিতায় মমতার কথা বলেননি।

লোকসভা ভোটে শোনা গিয়েছিল, তিনি বিজেপিতে যোগ দিতে চলেছেন। যার জেরে মমতা তাঁকে ত্যাজ্য ভাই করেছিলেন। বিওএ-র নির্বাচনে মমতার ঘনিষ্ঠ লোকজন বুঝিয়ে দিলেন বাবুন আর ময়দানে ডাল পালা মেলতে পারবেন না। একা অজিত নন, বাবুন বিরোধিতায় নেমেছিলেন খোদ ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসও। লেক ক্লাব থেকে বিজয়গড়ের অফিস, গোপন ডেরায় একাধিক বৈঠকে তৈরি হয়েছে বাবুনকে সরানোর নীল নকশা। এবং শেষ পর্যন্ত তা সফল হয়।কেই বলে খ্যাতির বিড়ম্বনা। পরস্পর যুদ্ধে রত দু'জনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতা বলতে মমতার ভাই ও দাদা। ব্যাপারটা একটু পরিষ্কার করা দরকার। মমতারই ছাপ বেঙ্গল অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচনে। একদিকে মমতার ভাই স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (বাবুন) অন্যদিকে, মমতার দাদা অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় (ষষ্ঠী)।

# পশ্চিম মেদিনীপুরে জেলা শাসকের নেতৃত্বে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, একাধিক সিদ্ধান্ত

বেবি চক্রবর্তী, পশ্চিম মেদিনীপুর

**স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন :** শনিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলা শাসকের সভাপতিত্বে ডিস্ট্রিক্ট লেভেল স্যান্ড কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে অবৈধ বালি তোলা রোধে জোরালো পদক্ষেপ এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

বালি খাদান সংক্রান্ত নির্দেশাবলী

১. নিয়মিত নজরদারি: অবৈধভাবে বালি তোলার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জেলা শাসক। জিরো টলারেন্স নীতি মেনে চলার কথা জানানো হয়েছে।

২. তল্লাশি ও জরিমানা: নদীতীর থেকে বালি তোলার নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের পর ২৩০০-র বেশি যানবাহনে তল্লাশি চালিয়ে মোটা অঙ্কের জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

৩. যৌথ এনফোর্সমেন্ট টিম: বন বিভাগ, পুলিশ, এবং জেলা প্রশাসনের সমন্বয়ে গঠিত টিম প্রায় ৪০ লক্ষ টাকারও বেশি জরিমানা আদায় করেছে।

এছাড়াও এদিন জেলা শাসকের নেতৃত্বে শিল্পের উন্নয়ন সংক্রান্ত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ প্রশাসন, বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিক, এবং চেম্বার অফ কমার্সের প্রতিনিধিরা। চেম্বার অফ কমার্স ও উদ্যোগপতিদের সামনে রাজ্য সরকারের প্রকল্প এবং সুবিধাগুলি তুলে ধরা হয়। উদ্যোগপতিদের সমস্যাগুলি দ্রুত সমাধানের জন্য ব্লক প্রশাসন এবং পৌরসভাগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।॥

চেম্বার অফ কমার্স জেলা প্রশাসনের সদর্থক প্রচেষ্টার প্রশংসা করেছে।

পাশাপাশি এদিন জেলা স্তরের ফরেস্ট পাট্টা কমিটির বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। শালবনী এবং গড়বেতা-২ ব্লকের ১০৮ এবং ২২ জন জনজাতির মানুষকে ফরেস্ট পাট্টা প্রদানের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। বনাঞ্চলে বসবাসকারী, যাদের নাম গ্রামীণ বাড়ির জরিপ তালিকায় রয়েছে, তাদের বাড়ি নির্মাণের জন্য বনপাট্টা প্রদানের প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

এই বৈঠকগুলির মাধ্যমে জেলা প্রশাসন সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন এবং উন্নয়ন প্রকল্পগুলিকে আরও কার্যকর করতে বদ্ধপরিকর।

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ৩২৩ সংখ্যা ০১ ডিসেম্বর, ২০২৪ রবিবার ১৫ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১

## সম্পাদকীয়

# ভূবনেশ্বরে ৩০ নভেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পুলিশের মহানির্দেশক

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী ভূবনেশ্বরে লোকসেবা ভবন, রাজ্য কনভেনশন কেন্দ্রে ৩০ নভেম্বর থেকে ১লা জানুয়ারী পুলিশের মহানির্দেশক/ কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানদের সর্বভারতীয় সম্মেলনে যোগ দেবেন।

তিনদিনের এই সম্মেলনে সন্ত্রাসবাদ প্রতিরোধ, মাওবাদী উগ্রপন্থা, উপকূল সুরক্ষা, নতুন ফৌজদারী আইন, মাদক চোরাচালান রোধ সহ জাতীয় সুরক্ষার গুরুত্বপূর্ণ নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এই সম্মেলনে অসামান্য সেবাকর্মের জন্যে রাষ্ট্রপতি পুলিশ পদক প্রদান করা হবে।

রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পুলিশের মহানির্দেশকগণ এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানরা জাতীয় সুরক্ষার নানা বিষয় নিয়ে এই সম্মেলনে খোলামেলা আলোচনা এবং বিতর্কের সুযোগ পাবেন। সেইসঙ্গে পরিচালনগত, পরিকাঠামো সংক্রান্ত এবং বাহিনীর কল্যাণের নানা বিষয় নিয়েও আলোচনা হবে। অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার ক্ষেত্রে নানা হুমকি, অপরাধ মোকাবিলা, আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থাপনা সহ নানা চ্যালেঞ্জের মোকাবিলায় পেশাদারী দক্ষতা কিভাবে আরও বাড়ানো যায় তা নিয়েও আলোচনা হবে।

পুলিশের মহানির্দেশকদের সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রী সবসময়ই গভীর আগ্রহ দেখান। তিনি যে কেবলমাত্র পুলিশ বাহিনীর নানা অবদানের কথা মন দিয়ে শোনেন তাই নয়, সেইসঙ্গে দেশসেবায় ও বাহিনীর উন্নতিকল্পে নতুন নতুন চিন্তা-ভাবনা যাতে বিকশিত হয় তা নিয়ে খোলামেলা আলোচনার একটা বাতাবরণ তৈরির কথাও বলেন। এবছরের সম্মেলনে অভিনব কিছু দিক থাকছে। সম্মেলনের শুরুই হবে যোগাভ্যাসের মধ্যে দিয়ে। তারপর পর্যায়ক্রমে সম্মেলনের পরবর্তী ধাপগুলিতে নানা বিষয় নিয়ে আলোচনা হবে। এই সম্মেলনে পুলিশের পরিচালনা ক্ষেত্রে নানা নীতিগত বিষয় এবং অভ্যন্তরীণ সুরক্ষার নানা দিক নিয়ে পুলিশ প্রধানেরা প্রধানমন্ত্রীর সামনে তাঁদের মতামত প্রকাশ করতে পারবেন।

২০১৪ সালের পর থেকে এই সম্মেলন প্রতিবছর ঘুরে ফিরে দেশের বিভিন্ন রাজ্যে যাতে অনুষ্ঠিত হয় প্রধানমন্ত্রী সেব্যাপারে উৎসাহ দিয়ে এসেছেন। ইতিপূর্বে অসমের গুয়াহাটি, গুজরাটের কচ্ছের রণ, তেলেঙ্গানার হায়দ্রাবাদ, মধ্যপ্রদেশ গোয়ালিয়রে তেকানপুর, গুজরাটের কেভাডিয়ায় স্ট্যাচু অফ ইউনিটি, মহারাষ্ট্রের পুনে, উত্তরপ্রদেশের লক্ষ্ণৌ, নতুন দিল্লি, রাজস্থানের জয়পুরে অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রথামাফিকই এবারের ৫৯-তম সম্মেলন ওড়িশার ভুবনেশ্বরে আয়োজন করা হয়েছে।

সম্মেলনে যোগ দেবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর প্রধান সচিব, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রীগণ, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির পুলিশের মহানির্দেশক / কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রধানরা উপস্থিত থাকবেন।

# পর্যটন অনেক মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে পারে : প্রধানমন্ত্রী

**নয়াদিল্লি, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ বলেছেন, পর্যটন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র, যা অনেক মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে পারে। অবিশ্বাস্য ভারতের বিস্ময় যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে দেশের পর্যটন পরিকাঠামোর আরও বিকাশের লক্ষ্যে সরকার কাজ করে যাবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রী গজেন্দ্র সিং শেখওয়াতের এক্স হ্যাণ্ডেলে একটি পোস্টের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেছেন,

"পর্যটন অত্যন্ত সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র তা অনেক মানুষের জীবনে সমৃদ্ধি নিয়ে আসতে পারে। #IncredibleIndia-র বিস্ময় যাতে আরও বেশি সংখ্যক মানুষ প্রত্যক্ষ করতে পারেন তা নিশ্চিত করতে আমাদের সরকার পর্যটন পরিকাঠামোর আরও বিকাশের লক্ষ্যে কাজ করে যাবে।"

# কোজাগরী লক্ষ্মী পূজা সঠিকভাবে পালন করলে বহু ফল পাওয়া যায় মানব জীবনে

**-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-**

ধারাবাহিকভাবে ১২ দিন ধরে সম্পূর্ণ ভক্তিভরে লক্ষ্মী দ্বাদশ স্তোত্র ১২ বার উচ্চারণ করলে ঋণমুক্তি ঘটে।

একটি বাঁশের বাঁশিকে সিল্কের কাপড়ে মুড়ে ঠাকুরের সিংহাসনে রাখলে মা লক্ষ্মী প্রসন্ন হন কারণ বাঁশি হল বিষ্ণুর অবতার শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। তাই মা লক্ষ্মীরও অতি প্রিয়।

শুধুমাত্র পুজোর দিনে নয়, প্রতিদিনই যদি দেবীর পায়ের চিহ্ন আঁকা হয় তবে ভাল। প্রতিদিন না পারলে বৃহস্পতিবার অথবা শুক্রবার এবং মা লক্ষ্মীর পুজোর তিথি থাকলে তো অবশ্যই। **ক্রমশঃ**

## • সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

**মৃত্যুঞ্জয় সরদার**

**(অষ্টম পর্ব)**

করেন। সপ্তাক্ষর হেরুকের ন্যায় ভীষণদর্শন এবং ইনি স্বশক্তি বজ্রবারাহী দ্বারা আলিঙ্গিত হন। ইঁহার প্রথম মুখ নীল, দক্ষিণ পীত এবং বাম হরিৎবর্ণ ... তিনিটি (sic) দক্ষিণ হস্তে কপাল, কট্টাঙ্গ এবং ত্রিশূল ধারণ করেন এবং তিনটি বাম হস্তে বজ্র, ঘণ্টা এবং নরচর্ম ধারণ করেন।

মহামায়া।। হেরুক যখন তাঁহার শক্তি বুদ্ধডাকিনী কর্তৃক যুগনদ্ধ মূর্তিতে আবীর্ভূত হন, তখন তাঁহার নাম হয় মহামায়া। মহামায়ার মূর্তি অপরাপর হেরুক মূর্তির ন্যায়ই ভীষণদর্শনা। তাঁহার মুখ চারিটি নীল, পীত, শ্বেত এবং হরিৎ বর্ণের। তাঁহার হাত চারিটি; দুইটি দক্ষিণ ভুজে কপাল ও শর থাকে এবং দুইটি বাম ভুজে খট্টাঙ্গ ও ধনু থাকে। তাঁহার চারিদিকে চারিটি পরিবার দেবতা দেখা যায়। ... বজ্রডাকিনী পূর্বে, রত্নডাকিনী দক্ষিণে, পদ্মডাকিনী পশ্চিমে এবং বিশ্বডাকিনী উত্তরে।

শ্বেত হেরুকের সঙ্গে বুদ্ধডাকিনীর যুগনদ্ধ রূপ। তিব্বতী চিত্র।

হয়গ্রীব।। অক্ষোভ্যকুলের দেবতা হয়গ্রীব অমিতাভের সন্ততি সপ্তশতিক হয়গ্রীব হইতে বিভিন্ন। এখানে হয়গ্রীব অক্ষোভ্যকুলের অন্যান্য দেবতার ন্যায় ভীষণদর্শন। তাঁহার মুখ দ্রংষ্টাকরাল, তাঁহার আভরণ সর্প ও নরাস্থি নির্মিত, পরিধানে ব্যাঘ্রচর্ম, কেশরাজি অগ্নিশিখার ন্যায় উর্দ্ধে উত্থিত" (বিনয়তোষ ৪০-৪১)। তাও বলবো রাত্রির রং কালো। নিশা কাজেই কালো। কিন্তু আমাদের পাণ্ডু রাজার ঢিবি পুড়েও কালো হয়ে গিয়েছিল। মাতৃকা-উপাসকরা আক্রান্ত হয়ে, পুড়ে যাওয়ায় যেন কালীর বর্ণ কালো হয়েছে, দয়াময়ী মা আমাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত বিজাতীয় আগ্রাসনের প্রত্যুত্তরে হিংস্র রূপ ধারণ করেছেন, এই মর্মে কালীকে দেখলে তাঁর মূর্তিরূপ এক বিপ্লবঃ তিনি লিঙ্গসাম্য প্রতিষ্ঠা করেন, পুরুষতন্ত্রকে পদদলিত করেন, তিনি বিশ্বমানবতাকে ধ্বংস করে বাঙালিকে শেকড়ে পুনঃস্থাপিত করার আশ্বাস দেন। তিনি প্রকৃতি, কাজেই তিনি প্রকৃতিদূষণের বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ। কালী আমাদের আক্রান্ত জাতির প্রতিরক্ষা। তাঁর লোলজিহ্বা তাঁর ক্ষুধার দ্যোতক, তিনি কাল-অগ্নি, তিনি ব্রহ্মাণ্ডকে জন্ম দিয়েছেন, তাঁর মধ্যেই লয় পাব আমরা।

তাঁর কালো রং সৃষ্টির উৎসে। আবার তাঁর লাল রং পৃথিবীর আদি প্রতিরোধের রং। লাল-কালো রঙের মা কালী হরপ্পা থেকে পাণ্ডু রাজার ঢিবির স্মৃতিবাহী। তাঁর হাতের অস্ত্র ও তাঁর হাতের বরাভয়, অর্থাৎ তাঁর মূর্তিরূপের ভয়াভয় যেন একত্রে আইডিলজিক্যাল স্টেট অ্যাপারেটাস ও কোয়ারসিভ স্টেট অ্যাপারেটাস - বাঙালি শক্তিকেন্দ্রের দুই স্তম্ভ। কালীর মুণ্ডমালা মূর্তিরূপ আমাদের মৃত্যুর সামনে দাঁড় করায় যা জীবনের সবথেকে বড় সত্য। ব্রহ্মাণ্ড যখন ছিল না, তখন মা মুণ্ডমালা কোথায় পেলেন, এই প্রশ্ন করেছেন কমলাকান্ত, কাজেই বলতে পারি এই সসীম মূর্তিরূপেও কালীর অসীম অব্যক্ত জগদকারণ সত্তাটি পরোক্ষভাবে, হয়ত দ্বন্দ্বের মাধ্যমেই উদ্ভাসিত হয়। যদি ও চার সহস্র বছর আগে পাণ্ডু রাজার ঢিবিতে পক্ষীমাতৃকার অধীনে থাকি, তাহলে

**ক্রমশঃ**

**(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)**

# অভিনেতা বিক্রান্ত মাসি এবছরের ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সম্মানে ভূষিত হলেন আইএফএফআই ২০২৪-এ

**মুম্বাই, ২৯ নভেম্বর, ২০২৪ : নিউজ সারাদিন :** অভিনেতা বিক্রান্ত মাসি গোয়ায় ভারতের ৫৫-তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের বর্ণাঢ্য সমাপ্তি সমারোহে এবছরের ভারতীয় চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব সম্মানে ভূষিত হলেন। তাঁর হাতে এই পুরস্কার তুলে দেন গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী শ্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত এবং তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের সচিব সঞ্জয় জাজু। এই সম্মান তাঁর কল্পনাতীত ছিল বলে প্রতিক্রিয়ায় জানান বিক্রান্ত মাসি। টুয়েল্ফথ ফেল চলচ্চিত্র তাঁর কর্মজীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে বলে মন্তব্য করেন তিনি। সাধারণ মানুষের স্বর তুলে ধরতেই তিনি পছন্দ করেন বলেও মাসি জানান। বিক্রান্ত মাসির উল্লেখযোগ্য ছবিগুলির কয়েকটি হল, দিল ধরকানে দো(২০১৫), লিপস্টিক আন্ডার মাই বোরখা(২০১৬), কার্গো(২০২০)।

# ট্রাম্প শপথ নেওয়ার আগেই ফিরে আসুন', ভারতীয় পড়ুয়া ও কর্মীদের নির্দেশ আমেরিকায়!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আর একমাস। আগামী জানুয়ারিতেই ফের মসনদে ফিরছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর এই পরিস্থিতিতে ভারতীয় পড়ুয়া ও চাকুরিজীবীদের মাথার উপরে ঘনাচ্ছে অনিশ্চয়তার মেঘ। তাই মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়গুলির তরফে ভারতীয় ও অন্যান্য বিদেশি পড়ুয়াদের দ্রুত আমেরিকায় ফিরতে এবং ক্যাম্পাসে যোগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।এই পরিস্থিতিতে ম্যাসাচুসেটস, আমহার্স্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক পড়ুয়া ও কর্মীদের দ্রুত আমেরিকায় ফেরার নির্দেশ দিয়েছে। ট্রাম্প দেতার পর থেকেই মার্কিন মুলুকের অভিবাসীদের মধ্যে ভয়ের বাতাবরণ

তৈরি হয়েছে। আর এই পরিস্থিতিতে আরও চিন্তা বাড়াচেছ বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অতর্কিত এমন সতর্কবার্তা।আশঙ্কা, ট্রাম্প দায়িত্ব নিলেই সেদেশে ভ্রমণে নানা নিষেধাজ্ঞা জারি হয়ে যেতে পারে।

২০২৫ সালের ২০ জানুয়ারি ট্রাম্প শপথ নিতে চলেছেন। আর প্রথম দিনই চমক দিতে পারে তাঁর প্রশাসন। চিন বা মেক্সিকোর উপরে ট্যারিফ বাড়ানোর পাশাপাশি ভারতীয় তথা বিদেশিদের ভিসা বাতিলের মতো নানা নির্দেশ ট্রাম্প দিয়ে দিতে পারেন সেদিনই। ফলে উদ্বেগ বাড়ছেই। প্রথম দফায় প্রেসিডেন্টে থাকার সময় ২০১৭ সালেও এমন ধরনের পদক্ষেপ করেছিলেন রিপাবলিকান নেতা। সেই সময়ই সাতটি মুসলিম দেশের আমেরিকায় আসায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। এর পাশাপাশি বিদেশি শিক্ষার্থীদের ভিসা প্রদানের ক্ষেত্রেও বেশ কিছু কঠোর নিয়ম চালু করার প্রস্তাব করেছিলেন রিপাবলিকান এই নেতা।

# মোদির স্মৃতিশক্তিকে বাইডেনের সঙ্গে তুলনা রাহুল গান্ধীর, যা বললেন জয়সওয়াল

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মতোই স্মৃতিভ্রংশের অসুখে ভুগছেন ভারতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি- সম্প্রতি এমন মন্তব্য করেন বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধী।

মহারাষ্ট্রের অমরাবতীতে বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারে গিয়ে রাহুল বলেন, "মার্কিন প্রেসিডেন্টের মতোই স্মৃতিভ্রম হচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী মোদির।"

জনসভায় কংগ্রেস নেতা বলেন, "আমার বোন আমাকে বলছিলেন যে তিনি মোদির বক্তৃতা শুনেছেন। আমাদের ভাষণে আমরা যাই বলি না কেন, মোদি আজকাল একই কথা বলছেন। আমি জানি না কেন? হয়তো তিনি স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রায়ই

নেতাদের নাম ভুলে যান। তাকে পিছন থেকে নাম স্মরণ করিয়ে দিতে হয়। একইভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীও স্মৃতি হারাচ্ছেন বলে মনে হচ্ছে।"

রাহুল আরও বলেন, "লোকসভায় মোদিজিকে বলেছিলাম যে, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া ব্লক ৫০ শতাংশ সংরক্ষণের সীমা তুলে দেবে। কিন্তু, এখন মোদিজিই বলছেন আমি সংরক্ষণের বিরোধী।"

এরপরই মোদিকে নিশানা করে রাহুল বলেন, "আপনি আপনার স্মৃতিশক্তি হারিয়ে ফেলছেন।"

অবশেষে কংগ্রেস নেতার এই মন্তব্যের প্রতিক্রিয়া জানাল মোদি সরকার।

মোদি সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল প্রতিক্রিয়ায় বলেন, ভারতের সঙ্গে আমেরিকার সম্পর্ক বহুমুখী। আর সেই সম্পর্ক দাঁড়িয়ে রয়েছে পারস্পরিক সম্মান, অঙ্গীকার, একাত্মবোধ ও ঐকান্তিকতার ওপরে। আমরা এই ধরনের মন্তব্য দুর্ভাগ্যজনক বলেই দেখছি। তার মতে, এহেন মন্তব্য কখনওই আমেরিকার প্রতি ভারত সরকারের মনোভাবের প্রতিনিধিত্বমূলক নয়।

# সিনেমার খবর

## নাট্যমঞ্চ থেকে বিদায় নিচ্ছেন অঞ্জন?

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** অঞ্জন দত্ত কয়েক মাস আগে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছিলেন তিনি আর একটিই মাত্র নাটক নির্দেশনা করবেন। তার পর থেকেই অঞ্জন দত্তের সিদ্ধান্ত নিয়ে ইন্ডাস্ট্রিতে নানা মত। জীবনের শেষ নাটকের জন্য অঞ্জন উইলিয়াম শেক্সপিয়রের শরণাপন্ন হয়েছেন। ব্রিটিশ নাট্যকারের 'কিং লিয়র'কে সমকালীন প্রেক্ষাপটে পুনর্নির্মাণ করেছেন অঞ্জন। নাম দিয়েছেন 'আরো একটা লিয়র'।

চলতি বছরেই তার পরিচালিত এবং অভিনীত 'চালচিত্র এখন' সমালোচক মহলে প্রশংসিত হয়েছে, এনেছে একাধিক পুরস্কার। ছবিটির মতো এই নাটকটিও অঞ্জন নিজেই প্রযোজনা করছেন। অঞ্জন তার নাটকে অন্ধকার একটি জগৎকে তুলে ধরতে চাইছেন। সেই মতো পোশাক পরিকল্পনা করেছেন ছন্দা দত্ত। কিং লিয়রের মেয়েদের চরিত্রে রয়েছেন যথাক্রমে সুদীপা বসু, কমলিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং পর্ণা বন্দ্যোপাধ্যায়। গ্লস্টারের চরিত্রে রয়েছেন লোকনাথ দে এবং কেন্টের চরিত্রে রয়েছেন সুপ্রভাত দাস। এডমন্ডের চরিত্রে রয়েছেন শুভ্রসৌরভ দাস। নাটকের সঙ্গীতের মধ্যেও থাকছে পরীক্ষানিরীক্ষা।

অঞ্জন শুরু থেকেই থিয়েটারে অভিনয়ের ক্ষেত্রে শরীরী ভাষা এবং বয়স অনুযায়ী চরিত্র নির্বাচনকে গুরুত্ব দিয়েছেন। অঞ্জনের বয়স এখন ৭১ বছর। তাই তার মতে, এরপর তিনি আর নাটকে অভিনয় করতে পারবেন না। অঞ্জনের কথায়, 'এক সময়ে বাদল সরকার আমাকে তৈরি করেছিলেন। 'গ্যালিলিও' যখন করেছি, তখন আমি মধ্য-পঞ্চাশে। কিন্তু এ বার রিহার্সাল করতে গিয়ে বুঝেছি, এর পর আর মঞ্চে অভিনয় করতে পারব না।'

কিন্তু শেষ নাটক হিসেবে 'কিং লিয়র'কেই বা কেন বেছে নিলেন অঞ্জন, তার নেপথ্যেও যুক্তি রয়েছে তাঁর। বললেন, 'ব্রেখ্‌ট এবং রবীন্দ্রনাথের নাটক করেছি। কিন্তু, এখনও পর্যন্ত শেক্সপিয়র করিনি। আর শেষ নাটক হলে 'কিং লিয়র'-এর কোনও বিকল্প নেই।' নাটকে নাম ভূমিকায় অভিনয় করছেন অঞ্জন। তাঁর মতে, কেউ কেউ শুধুই নির্দেশক হন। কিন্তু, তিনি মূলত একজন অভিনেতা বলেই এই নাটকে অভিনয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তার যুক্তি, 'ম্যাডলি বাঙালি' থেকে ছবিতে ঢুকে পড়লাম। তার পর আমার সিংহভাগ ছবিতেই কিন্তু আমি কোনও না কোনও ভাবে ঢুকে পড়েছি। অর্থাৎ অভিনয় ছাড়া আমি দেখছি নতুন কিছু তৈরি করতে পারছি না।' কিন্তু আগামী দিনে অভিনয় না করে ছবি পরিচালনা করলেও করতে পারেন বলেই জানালেন অঞ্জন।

সারা বিশ্বে চর্চিত এই নাটটিকে বিভিন্ন সময়ে নানা ভাবে মঞ্চস্থ করা হয়েছে। তবে অঞ্জন জানালেন, পাশ্চাত্যের তুলনায় তিনি এ ক্ষেত্রে প্রাচ্যের শেক্সপিয়র আত্তীকরণের উপরে বেশি জোর দিয়েছেন। অঞ্জন বললেন, 'এক সময়ে হিংসার কারণে পাশ্চাত্যে নাটকটিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। কিং লিয়র কিন্তু বোকা রাজা নয়! আমি জাপান এবং রাশিয়ার ইন্টারপ্রিটেশন অনুসরণ করে লিখেছি।' 'কিং লিয়র' রাজনৈতিক নাটক। লিয়রকে অঞ্জন দুর্নীতিগ্রস্ত ভোগবাদী সমাজের প্রতীক হিসেবেই দেখতে চাইছেন। বললেন,ওএটা তো সমকালীন সমস্যা। নিরঙ্কুশ ক্ষমতা মানেই দুর্নীতি। চারিদিকে তাকালেই সেটা বোঝা যায়৷

বাঙালি নাট্যপ্রেমীদের কাছে কিং লিয়র হিসাবে এখনও সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের অভিনয় উজ্জ্বল। সেখানে কোনও রকম তুলনায় যেতে রাজি নন অঞ্জন। তার যুক্তি, 'আগেই বলেছি, আমার নাটকটাই আলাদা। আমার লিয়র তো বদ্ধ উন্মাদ এবং বদমায়েশ এক চরিত্র, তাই তুলনা করার অবকাশ কম। তবুও দর্শক যদি তুলনা করেন, সেটা তাঁদের বিষয়।' অঞ্জন জানালেন, আগামী কয়েক মাসে 'আরো একটা লিয়র'-এর বেশ কয়েকটি শো মঞ্চস্থ হবে।

## অর্জুনের পর নতুন যে সম্পর্কের কথা জানালেন মালাইকা

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** সালমান খানের ভাই আরবাজের সঙ্গে প্রেম করে ঘর বেঁধেছিলেন তিনি। সেই সংসারে আছে সন্তানও। তবে নিজের বয়সের চেয়ে অনেক ছোট অর্জুন কাপুরের প্রেমে পড়ে সেই সংসার ত্যাগ করে আলোচনায় আসেন মালাইকা অরোরা। এরপর অর্জুনের সঙ্গী হিসেবে বেশ চুটিয়ে সময় যাপন করেছেন।

বিয়ে হবে হবে করেও অবশ্য শেষ পর্যন্ত বিয়েটা হয়নি। ভেঙে গেছে তাদের মিষ্টি প্রেমের সম্পর্কটা। যা বেশ অবাক করেছে বলিউডপাড়ার মানুষকে। অর্জুন মন দিয়েছেন কাজে। মালাইকা কেমন আছেন?

নিজেই জানালেন তিনি তার বর্তমান অবস্থার কথা। মালাইকা সম্প্রতি তার ইনস্টাগ্রাম স্টোরিতে ২৫ নভেম্বর একটি মজার পোস্ট শেয়ার করেছেন। সেখানে তার সম্পর্কের অবস্থা প্রকাশ করেছেন অভিনেত্রী। ছবির তিনটি অপশন ছিল- 'রিলেশনশিপে আছি', 'সিঙ্গেল' এবং 'হেহেহে'। তিনি হাস্যরসাত্মকভাবে তৃতীয় অপশনটি বেছে নেন। বিষয়টি তার অনুরাগীদের বেশ মজা দিয়েছে।

## কী কাণ্ড ঘটিয়েছিলেন আমির!

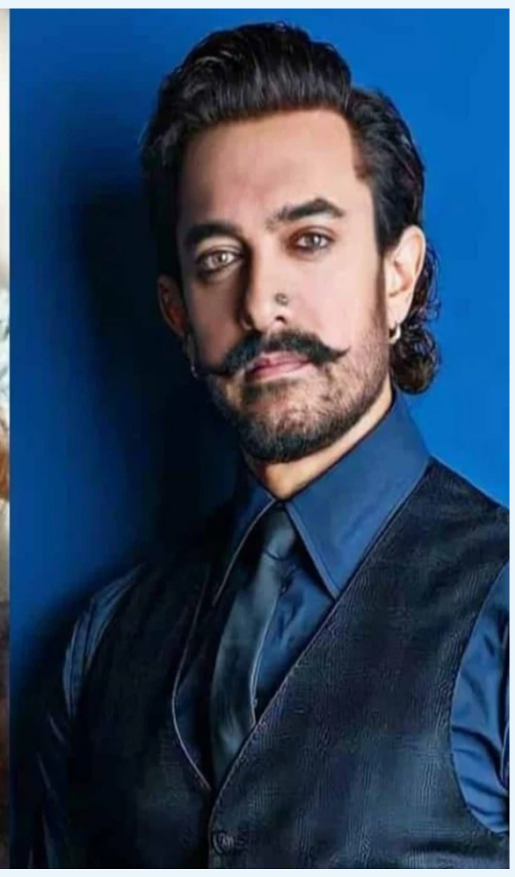

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বলিউড নাকি নায়ক সর্বস্ব ইন্ডাস্ট্রি। পারিশ্রমিক থেকে পর্দায় পাওয়া সময়, সবেতেই নাকি নায়কদের আধিপত্য চলে। এছাড়াও বলিউডে নাকি খানেদের একচেটিয়া রমরমা। এবার আমির খানের এক অদ্ভুত স্বভাবের কথা প্রকাশ্যে এলো। এমনিতেই ইন্ডাস্ট্রির অন্দরে প্রগতিশীল, স্পর্শকাতর, আবেগী মানুষ বলে নামডাক রয়েছে। তবে তিনি একটি স্বভাব দোষে দুষ্ট। তিনি নাকি তার সহ-অভিনেত্রীদের হাত দেখার ছুঁতোয় হাতে থুতু ছেটান।

আসলে আমিরের এই স্বভাব নাকি বহু পুরানো। 'জো জিতা ওয়াহি সিকান্দর' ছবির সময় থেকেই নাকি এমনটা করে আসছেন আমির। বছর কয়েক আগে একটি চলচ্চিত্র উৎসবে এই ছবির কলাকুশলীদের উপস্থিতিতে, আমিরকে নিয়ে এ হেন মন্তব্য

করে বসেন ছবির নৃত্য পরিচালক ফারহা খান। ফারহার এই দাবি মেনে নিয়ে এমন কাজ করার কারণ পর্যন্ত জানালেন আমির। অভিনেতার কথায়, 'আসলে আমি তাদের হাত দেখার নাম করে হাতে থুতু দিলেই সেই নায়িকার ভাগ্য খুলে যায়। যাদের সঙ্গে এমন করেছি তারা সকলেই এখন পয়লা নম্বর নায়িকা।"

সেই সময় দর্শকাসনে বসেছিলেন আমিরের 'দঙ্গল' ছবির সহ-অভিনেত্রী ফতিমা সানা শেখ। দর্শকাসনে বসে তিনি সম্মতিসূচক মাথা নাড়তে থাকেন। আমির যে তার সঙ্গেও এমন কাণ্ড করেছেন, জানিয়েছেন সানাও। এই ছবির পর থেকে আমিরের সঙ্গে ফতিমার সম্পর্কের গুঞ্জন ছড়ায়। শোনা যায়, অভিনেতার দ্বিতীয় বার বিবাহবিচ্ছেদের নেপথ্য কারণ এই তরুণী অভিনেত্রী। আমিরের বাড়িতে একটা সময় অবাধ যাতায়াত ছিল তার। তবে আমিরের মেয়ে ইরা খানের বিয়ের সময় তার অনুপস্থিতি চোখে পড়েছে অনেকেরই। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের পাতায় চোখ রাখলেই দেখা যায়, বেশির ভাগ সময় একা একা ঘুরছেন কিংবা কাজে ব্যস্ত রয়েছেন অভিনেত্রী।

## আগামী বছরই বিয়ে করছেন তামান্না-বিজয়!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বলিউডের আলোচিত তারকা যুগল তামান্না ভাটিয়া ও বিজয় ভার্মা বিয়ে করছেন। দুই তারকার ঘনিষ্ঠ সূত্রের বরাতে খবরটি প্রকাশ করেছে অনলাইন গণমাধ্যম ১২৩তেলেগুডটকম।

তামান্না ভাটিয়া ও অভিনেতা বিজয় ভার্মার প্রেমের সম্পর্ক বেশ কিছুদিন ধরেই 'টক অব দ্য টাউন'। রেস্তোরাঁ থেকে সিনেমার পার্টি, সবখানেই হাতে হাত রেখে একসঙ্গে প্রবেশ করছেন তামান্না-বিজয়।

পাপারাজ্জিদের ক্যামেরার সামনেও কোনো রাখঢাক নেই তাঁদের! নেটফ্লিক্সে সুজয় ঘোষের সিনেমায় পর্দায় তাঁদের জুটি ব্যাপক আলোচিত হয়, জানা যায় এ সিনেমাটির শুটিংয়ের প্রেমে পড়েন তাঁরা। এবার প্রেম থেকে তা গড়াচ্ছে পরিণয়ে। মুম্বাইয়ে বিলাসবহুল একটি বাড়ি হন্যে হয়ে খুঁজছেন এই জুটি।

বিভিন্ন সূত্রে জানা গেছে, বিয়ে ও বিয়ের পর সেই বাড়িতেই থাকার পরিকল্পনা ওই জুটির। দুই তারকার ঘনিষ্ঠ সূত্রের দেওয়া তথ্যমতে, ২০২৫ সালেই বিয়ে করবেন তাঁরা। তামান্না ও বিজয়ের বিয়ে সম্পর্কে দুই পরিবারই অবগত।

দুই তারকার ঘনিষ্ঠ সূত্রটি আরও জানিয়েছে, ডেস্টিনেশন ওয়েডিং নয়, বরং ভারতেই বিয়ে করার পরিকল্পনা তাঁদের।

গত বছর প্রকাশ্যেই অভিনেত্রী জানান, বিজয়ের সঙ্গে সুখে রয়েছেন তিনি। কাজের ক্ষেত্রেও একে অপরের পাশে থাকেন বলেও জানিয়েছিলেন।

## বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন কীর্তি সুরেশ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেত্রী কীর্তি সুরেশ। দীর্ঘদিনের প্রেমিক অ্যান্টনি থাত্তিলের গলায় মালা দিতে চলেছেন তিনি। দুবাইয়ের ব্যবসায়ী অ্যান্টনির সঙ্গে স্কুলে পড়াকালীন সময় থেকেই বন্ধুত্ব নায়িকার। সেই বন্ধুত্ব পরবর্তীতে গড়ায় প্রেমে। যা এখন বিয়েতে রূপ পেতে চলেছে। আগামী ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে গোয়াতে চার হাত এক হবে তাদের। পরিবারের সদস্য ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের উপস্থিতিতে বিয়ে করবেন কীর্তি। ডিসেম্বরের ৯ তারিখ থেকেই শুরু হবে বিবাহ উৎসব। চলবে তিন দিন। ইন্ডাস্ট্রিতে জল্পনা, বিয়ের পর কীর্তিও দুবাই পাড়ি জমাবেন। যদিও বিষয়টি নিয়ে এখনও মুখ খুলেননি অভিনেত্রী। বিয়ে নিয়েও আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেননি। গণমাধ্যম সূত্রে জানা গেছে, কীর্তির বিয়েতে থালাপতি বিজয়, চিরঞ্জীবী, অ্যাটলি কুমার, ন্যানির মতো দক্ষিণী তারকারা উপস্থিত থাকবেন। পাশাপাশি বলিউডের বরুণ ধাওয়ানও বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হবেন।

## এক মাসের জন্য

# ছিটকে গেলেন ভিনিসিয়ুস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ভালো যাচ্ছে না সময় রিয়াল মাদ্রিদের। তার ওপর লিভারপুলের বিপক্ষে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াইয়ে দলের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ফরোয়ার্ড ভিনিসিউস জুনিয়রকে হারিয়েছে তারা। চোট সমস্যায় ছিটকে গেছেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

স্প্যানিশ ক্লাবটি আজ জানিয়েছে, তাদের তারকা ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়র হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে পড়েছেন। রিয়ালের মেডিকেল দল আজ পরীক্ষার পর জানিয়েছে, ভিনিসিয়ুস বাঁ উরুর পেশিতে চোট পেয়েছেন। চ্যাম্পিয়নস লিগে আগামী বুধবার রাতে অ্যানফিল্ডে লিভারপুলের বিপক্ষে ম্যাচে ভিনিসিয়ুসের খেলার সম্ভাবনা দেখছে না রিয়াল।

লা লিগা ও ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়নদের বিবৃতিতে বলা হয়, 'রিয়ালের মেডিকেল সার্ভিসের পরীক্ষায় আজ আমাদের খেলোয়াড় ভিনিসিয়ুসের বাঁ পায়ে হ্যামস্ট্রিং চোট ধরা পড়েছে।'

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম জানিয়েছে, প্রায় এক মাস মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে ভিনিসিয়ুসকে। শঙ্কাটা সত্য হলে, চ্যাম্পিয়নস লিগে লিভারপুল ম্যাচের পর আগামী ১০ ডিসেম্বর আতালান্তার বিপক্ষে ম্যাচেও ব্রাজিলিয়ান তারকাকে পাবে না রিয়াল।

লা লিগায় রবিবার রাতে লেগানেসের বিপক্ষে রিয়ালের ৩-০ গোলের জয়ে পুরো সময় মাঠে ছিলেন ভিনিসিয়ুস। কিলিয়ান এমবাপ্পের করা প্রথম গোলের উৎসও ছিলেন তিনি। মাঠে তাঁর খেলার কোনো অস্বস্তি চোখে না পড়লেও স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম মার্কা জানিয়েছে, ড্রেসিংরুমে ফিরে অস্বস্তির কথা জানান ভিনি। এরপর স্থানীয় সময় আজ সকালে তাঁর শারীরিক পরীক্ষা করে রিয়ালের মেডিকেল দল। ভিনির জন্য এই চোট নতুন না। গত মৌসুমেও দুবার একই চোটে পড়েছিলেন। এক মাস মাঠের বাইরে থাকলে লা লিগায়ও তিনটি ম্যাচ মিস করতে পারেন ভিনিসিয়ুস। গত মৌসুমের মতো এবারও রিয়ালের হয়ে দারুণ খেলছেন ভিনিসিয়ুস। এবারের লা লিগায় এখন পর্যন্ত সাতটি ও চ্যাম্পিয়ন্স লিগে পাঁচটি গোল করেছেন ২৪ বছর বয়সী ফরোয়ার্ড।

## উইলিয়ামসনকে কিনল না কেউ,

# নতুন দলে ডু প্লেসি

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আইপিএলের মেগা নিলামে দল পাননি কেন উইলিয়ামসন। সাবেক নিউজিল্যান্ডের অধিনায়কের ভিত্তিমূল্য ছিল ২ কোটি রুপি। আগের আসরে তিনি গুজরাট টাইটান্সের হয়ে খেললেও তাকে রিটেইন করেনি ফ্র্যাঞ্চাইজিটি। যে কারণে উইলিয়ামসনের নাম জমা হয় নিলাম তালিকায়।

উইলিয়ামসনের পর নিলামে তোলা হয় নিউজিল্যান্ডের আরেক ক্রিকেটার গ্লেন ফিলিপসকে। তিনিও অবিক্রীত রয়ে গেছেন। তার ভিত্তিমূল্যও ছিল ২ কোটি রুপি।

তবে নতুন ঠিকানায় গেছেন দক্ষিণ আফ্রিকার ফাফ ডু প্লেসি। তাকে দলে ভিড়িয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালস। ৪০ বছর বয়সী প্রোটিয়া ব্যাটারকে ২ কোটি রুপি ভিত্তিমূল্যেই দলে নিয়ে নিয়েছে ফ্র্যাঞ্চাইজিটি।

# একনজরে আইপিএল ২০২৫ আসরের ১০ দলের পূর্ণাঙ্গ স্কোয়াড

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** আসন্ন আইপিএল উপলক্ষ্যে দুইদিনব্যাপী মেগা নিলাম শেষ হয়েছে। প্রথমবারের মতো সৌদি আরবের বন্দরনগরী জেদ্দায় এই নিলাম অনুষ্ঠিত হয়। নিলাম শেষে চূড়ান্ত হয়েছে, আগামী আসরে কে কোন দলে খেলবে। অর্থাৎ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর স্কোয়াড চূড়ান্ত হয়েছে।

একনজরে আইপিএলের আগামী আসরে ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির স্কোয়াড: (মূল্য ভারতীয় রুপিতে)

**লখনৌ সুপার জায়ান্ট**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: নিকোলাস পুরান (২১ কোটি), রবি বিষ্ণুই (১১ কোটি), মায়াঙ্ক যাদব (১১ কোটি), মহসিন খান (৪ কোটি), আয়ুশ বাদোনি (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: রিশাভ পান্ত (২৭ কোটি), ডেভিড মিলার (৭.৫ কোটি), এইডেন মার্করাম (২ কোটি), মিচেল মার্শ (৩ কোটি ৪০ লাখ), আভেশ খান (৯ কোটি ৭৫ লাখ), আব্দুল সামাদ (৪ কোটি ২০ লাখ), আরিয়ান জুয়াল (৩০ লাখ), আকাশ দীপ (৮ কোটি), হিম্মত সিং (৩০ লাখ), সিদ্ধার্থ (৭৫ লাখ), দিগ্বেশ সিং (৩০ লাখ), শাহবাজ আহমেদ (২ কোটি ৪০ লাখ), আকাশ সিং (৩০ লাখ), শামার জোসেফ (৭৫ লাখ), প্রিন্স যাদব (৩০ লাখ), যুবরাজ চৌধুরী (৩০ লাখ), রাজবর্ধন হাঙ্গারগেকর (৩০ লাখ), আরশিন কুলকার্নি (৩০ লাখ), ম্যাথিউ ব্রিটজকে (৭৫ লাখ)।

**গুজরাট টাইটানস**

রিটেইন করা: রশিদ খান (১৮ কোটি), শুভমান গিল (১৬ কোটি ৫০ লাখ), সাই সুদর্শন (৮ কোটি ৫০ লাখ), রাহুল তেওয়াতিয়া (৪ কোটি), শাহরুখ খান (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: কাগিসো রাবাদা (১০ কোটি ৭৫ লাখ), জস বাটলার (১৫ কোটি ৭৫ লাখ), মোহাম্মদ সিরাজ (১২ কোটি ২৫ লাখ), প্রসিধ কৃষ্ণা (৯ কোটি ৫০ লাখ), নিশান্ত সিন্ধু (৩০ লাখ), মহিপাল লোমর (১ কোটি ৭০ লাখ), কুমার কুশাগরা (৬৫ লাখ), অনুজ রাওয়াত (৩০ লাখ), মানব সুথার (৩০ লাখ), ওয়াশিংটন সুন্দর (৩ কোটি ২০ লাখ), জেরাল্ড কোয়েৎজি (২ কোটি ৪০ লাখ), আরশাদ খান (১ কোটি ৩০ লাখ), গারনুর ব্রারার (১ কোটি ৩০ লাখ), শারফেন রাদারফোর্ড (২ কোটি ৬০ লাখ), সাই কিশোর (২ কোটি), ইশান্ত শর্মা (৭৫ লাখ), জয়ন্ত যাদব (৭৫ লাখ), গ্লেন ফিলিপস (২ কোটি), করিম জানাত (৭৫ লাখ), কুলবন্ত খেজরোলিয়া (৩০ লাখ)।

**পাঞ্জাব কিংস**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: শশাঙ্ক সিং (সাড়ে ৫ কোটি), প্রভসিমরান সিং (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: আর্শদ্বিপ সিং (১৮ কোটি), শ্রেয়াস আইয়ার ( পৌনে ২৭ কোটি), যুজবেন্দ্র চাহাল (১৮ কোটি), মার্কাস স্টয়নিস (১১ কোটি), গ্লেন ম্যাক্সওয়েল (৪ কোটি ২০ লাখ), নেহাল ওয়াধেরা (৪ কোটি ২০ লাখ), হারপ্রীত ব্রারার ( দেড় কোটি), বিষ্ণু বিনোদ (৯৫ লাখ), বিজয়কুমার ভিশক (১ কোটি ৮০ লাখ), যশ ঠাকুর (১ কোটি ৬০ লাখ), মার্কো জানসেন (৭ কোটি), জশ ইঙ্গলিস (২ কোটি ৬০ লাখ), লকি ফার্গুসন (২ কোটি), আজমতুল্লাহ ওমরজাই (২ কোটি ৪০ লাখ), হারনুর পান্নু (৩০ লাখ), কুলদীপ সেন (৮০ লাখ), প্রিয়াংশ আর্য (৩ কোটি ৮০ লাখ), অ্যারন হার্ডি (১ কোটি ২৫ লাখ), মুশির খান (৩০ লাখ টাকা), সূর্যনাশ সেজে (৩০ লাখ), জাভিয়ার বার্টলেট (৮০ লাখ), পাইলা অবিনাশ (৩০ লাখ), প্রভিন দুবে (৩০ লাখ)।

**দিল্লি ক্যাপিটালস**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: অক্ষর প্যাটেল (সাড়ে ১৬ কোটি), কুলদীপ যাদব (১৩ কোটি ২৫ লাখ), ত্রিস্টান স্টাবস (১০ কোটি), অভিষেক পোরেল (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: মিচেল স্টার্ক (১১ কোটি ৭৫ লাখ), লোকেশ রাহুল (১৪ কোটি), হ্যারি ব্রুক (৬ কোটি ২৫ লাখ), জ্যাক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক (৯ কোটি), নটরজন (১০ কোটি ৭৫ লাখ), করুণ নায়ার (৫০ লাখ), সামির রিজভী (৯৫ লাখ), আশুতোষ শর্মা (৩ কোটি ৪০ লাখ), মোহিত শর্মা (২ কোটি ২০ লাখ), ফাফ ডু প্লেসি (২ কোটি), মুকেশ কুমার (৮ কোটি ), দর্শন নালকান্দে (৩০ লাখ), বিপ্রজ নিগম (৫০ লাখ), দুসমান্ত চামেরা (৭৫ লাখ), ডোনোভান ফেরেরা (৭৫ লাখ), অজয় মন্ডল (৩০ টাকা), মন্বন্ত কুমার (৩০ লাখ), ত্রিপুরানা বিজয় (৩০ লাখ), মাধব তিওয়ারি (৪০ লাখ)।

**কলকাতা নাইট রাইডার্স (কেকেআর)**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: রিংকু সিং (১৩ কোটি), বরুণ চক্রবর্তী (১২ কোটি), সুনিল নারিন (১২ কোটি), আন্দ্রে রাসেল (১২ কোটি রুপি), হর্ষিত রানা (৪ কোটি), রমনদীপ সিং (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: ভেঙ্কটেশ আইয়ার (২৩ কোটি ৭৫ লাখ), কুইন্টন ডি কক (৩ কোটি ৬০ লাখ), রহমানুল্লাহ গুরবাজ (২ কোটি), এনরিখ নরকিয়া (সাড়ে ৬ কোটি), আনক্রিশ রঘুবংশী (৩ কোটি), বৈভব অরোরা (১ কোটি ৮০ লাখ), মায়াঙ্ক মার্কন্ডে (৩০ লাখ), রোভম্যান পাওয়েল (দেড় কোটি), মনিশ পান্ডে (৭৫ লাখ), স্পেন্সার জনসন (২ কোটি ৮০ লাখ), লুভনিথ সিসোদিয়া (৩০ লাখ), অজিঙ্কা রাহানে (দেড় কোটি), অনুকুল রায় (৪০ লাখ), মঈন আলি (২ কোটি), ওমরান মালিক (৭৫ লাখ)।

**রাজস্থান রয়্যালস**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: সাঞ্জু স্যামসন (১৮ কোটি), যশস্বী জয়সওয়াল (১৮ কোটি), রিয়ান পরাগ (১৪ কোটি), ধ্রুব জুরেল (১৪ কোটি), শিমরন হেটমায়ার (১১ কোটি), সন্দীপ শর্মা (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: জোফরা আরচার (সাড়ে ১২ কোটি), মহেশ থিকশানা (৪ কোটি ৪০ লাখ), ওয়ানিন্দু হাসারাঙ্গা (৫ কোটি ২৫ লাখ), আকাশ মাধওয়াল (১ কোটি ২০ লাখ), কুমার কার্তিক (৩০ লাখ), নীতীশ রানা (৪ কোটি ২০ লাখ), তুষার দেশপান্ডে (সাড়ে ৬ কোটি), শুবম দুবে (৮০ লাখ), যুধবীর সিং (৩৫ লাখ), ফজলহক ফারুকি (২ কোটি), বৈভব সূর্যবংশী (১ কোটি ১০ লাখ), কোয়ানা মাফাকা (দেড় কোটি), কুনাল রাঠোর (৩০ লাখ), অশোক শর্মা (৩০ লাখ)।

**সানরাইজার্স হায়দরাবাদ**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: প্যাট কামিন্স (১৮ কোটি), অভিষেক শর্মা (১৪ কোটি), নিতিশ রেড্ডি (৬ কোটি), হেনরিক ক্লাসেন (২৩ কোটি), ট্রাভিস হেড (১৪ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: মোহাম্মদ শামি (১০ কোটি), হার্ষাল প্যাটেল (৮ কোটি), ঈশান কিশান (১১ কোটি ২৫ লাখ), রাহুল চাহার (৩ কোটি ২০ লাখ), অ্যাডাম জাম্পা (২ কোটি ৪০ লাখ), অথর্ব তাইদে (৩০ লাখ), অভিনব মনোহর (৩ কোটি ২০ লাখ), সিমারজিৎ সিং (দেড় কোটি), জিশান আনসারি (৪০ লাখ), জয়দেব উনাদকাট (১ কোটি), ব্রাইডন কার্স (১ কোটি), কামিন্দু মেন্ডিস (৭৫ লাখ), অনিকেত ভার্মা (৩০ লাখ), ঈশান মালিঙ্গা (১ কোটি ২০ লাখ), শচীন বেবি (৩০ লাখ)।

**রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (আরসিবি)**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: বিরাট কোহলি (২১ কোটি), রজত পাতিদার (১১ কোটি), যশ দয়াল (৫ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: লিয়াম লিভিংস্টোন (৮ কোটি ৭৫ লাখ), ফিল সল্ট (সাড়ে ১১ কোটি), জিতেশ শর্মা (১১ কোটি), জশ হ্যাজেলউড (সাড়ে ১২ কোটি), রশিখ দার (৬ কোটি), সুয়াশ শর্মা (২ কোটি ৬০ লাখ), ক্রুনাল পান্ডিয়া (৫ কোটি ৭৫ লাখ), ভুবনেশ্বর কুমার (১০ কোটি ৭৫ কোটি), স্বপ্নিল সিং (৫০ লাখ), টিম ডেভিড (৩ কোটি), রোমারিও শেফার্ড (দেড় কোটি), নুয়ান থুশারা (১ কোটি ৬০ লাখ), মনোজ ভন্ডগ (৩০ লাখ), জ্যাকব বেথেল (২ কোটি ৬০ লাখ), দেবদত্ত পাডিক্কল (২ কোটি), স্বস্তিক চিকারা (৩০ লাখ), লুঙ্গি এনগিদি (১ কোটি), অভিনন্দন সিং (৩০ লাখ), মোহিত রাড়ে (৩০ লাখ)।

**মুম্বাই ইন্ডিয়ান্স**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: জাসপ্রিত বুমরাহ (১৮ কোটি), সূর্যকুমার যাদব (১৬ কোটি ৩৫ লাখ), হার্দিক পান্ডিয়া (১৬ কোটি ৩৫ লাখ), রোহিত শর্মা (১৬ কোটি ৩ লাখ), তিলক ভার্মা (৮ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: ট্রেন্ট বোল্ট (সাড়ে ১২ কোটি), নমন ধীর (৫ কোটি ২৫ লাখ), রবিন মিঞ্জ (৬৫ লাখ), কর্ণ শর্মা (৫০ লাখ), রায়ান রিকেল্টন (১ কোটি), দীপক চাহার (৯ কোটি ২৫ লাখ), আল্লাহ গজনফার (৪ কোটি ৪০ লাখ), উইল জ্যাকস (৫ কোটি ২৫ লাখ), অশ্বনি কুমার (৩০ লাখ), মিচেল স্যান্টনার (২ কোটি), রিসি টপলি (৭৫ লক্ষ), কৃষ্ণা শ্রীজিৎ (৩০ লাখ), রাজ অঙ্গাদ বাওয়া (৩০ লাখ), সত্যনারায়ণ রাজু (৩০ লাখ), বেভন জ্যাকবস (৩০ লাখ), অর্জুন টেন্ডুলকার (৩০ লাখ), লিজাদ উইলিয়ামস (৭৫ লাখ), ভিগনেশ পুথুর (৩০ লাখ)।

**চেন্নাই সুপার কিংস**

রিটেইন করা ক্রিকেটার: রুতুরাজ গায়কোয়াড় (১৮ কোটি), মাথিশা পাথিরানা (১৩ কোটি), শিবম দুবে (১২ কোটি), রবীন্দ্র জাদেজা (১৮ কোটি), মহেন্দ্র সিং ধোনি (৪ কোটি)।

নিলাম থেকে নেওয়া: ডেভন কনওয়ে (৬ কোটি ২৫ লাখ), রাহুল ত্রিপাটি (৩ কোটি ৪০ লাখ), রচিন রাবিন্দ্রা (৪ কোটি), রবিচন্দ্রন অশ্বিন (৯ কোটি ৭৫ লাখ), খলিল আহমেদ (৪ কোটি ৮০ লাখ), নুর আহমেদ (১০ কোটি), বিজয় শঙ্কর (১ কোটি ২০ লাখ), স্যাম কারেন (২ কোটি ৪০ লাখ), শাইক রশিদ (৩০ লাখ), আনশুল কাম্বোজ (৩ কোটি ৪০ লাখ), মুকেশ চৌধুরী (৩০ লাখ), দীপক হুদা (১ কোটি ৭০ লাখ), গুরজাপনিত সিং (২ কোটি২০ লাখ), নাথান এলিস (২ কোটি), জেমি ওভারটন (দেড় কোটি), কমলেশ নগরকোটি (৩০ লাখ), রামকৃষ্ণ ঘোষ (৩০ লাখ), শ্রেয়াস গোপাল (৩০ লাখ), বংশ বেদী (৫৫ লাখ), আন্দ্রে সিদ্ধার্থ (৩০ লাখ)।

## লিভারপুলে নতুন চুক্তির

# প্রস্তাব না পেয়ে হতাশ সালাহ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ২০১৭ সালে লিভারপুলে যোগ দেয়ার পর থেকেই দলের জন্য নিজেকে উজাড় করে দিয়ে খেলছেন মোহামেদ সালাহ। এই ক্লাবটির সঙ্গে সালাহর চুক্তির মেয়াদ আছে আর সাত মাস। লম্বা সময় ধরে থাকা এই তারকাকে এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নতুন চুক্তির প্রস্তাব দেয়নি ক্লাব। এতে ভীষণ হতাশ মিশরীয় ফরোয়ার্ড।

এই মৌসুমে লিভারপুলের সর্বোচ্চ স্কোরার সালাহ সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে করেছেন ১২ গোল। চলতি মৌসুম পর্যন্তই প্রিমিয়ার লিগের ক্লাবটিতে চুক্তি আছে ৩২ বছর বয়সী এই ফুটবলারের।

লিগে রবিবার সাউথ্যাম্পটনের বিপক্ষে ৩-২ ব্যবধানে জয়ের ম্যাচে তিনি করেন জোড়া গোল। ২০১৭ সালে রোমা থেকে লিভারপুলে যোগ দেওয়া তারকা ওই ম্যাচ শেষে কিছুটা অভিমানের সুরেই বলেন, 'আমরা প্রায় ডিসেম্বরে চলে এসেছি এবং এখনও ক্লাবে থাকার কোনো প্রস্তাব পাইনি। আমার এখানে থেকে যাওয়ার চেয়ে চলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।' চুক্তির প্রস্তাব না পেয়ে হতাশ কি-না, জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'অবশ্যই, হ্যাঁ।'

তবে সালাহর বক্তব্য নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেনি লিভারপুল।

এই মৌসুমে প্রিমিয়ার লিগে এখন পর্যন্ত সালাহর (১০) চেয়ে বেশি গোল করেছেন কেবল ম্যানচেস্টার সিটির আর্লিং হলান্ড (১২)। ২০২২ সালে লিভারপুলের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তির মেয়াদ বাড়ান তিনি।

# চেন্নাইয়ের পার্ক দ্য বাস!

## 'অস্কারের' সামনে শীর্ষে ফিরল মোহনবাগান

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এ যেন সেই মরিনহোর পার্ক দ্য বাস! চেন্নাই রক্ষণ ভাঙতে হিমসিম খেল মোহনবাগান। গত ম্যাচে ঘরের মাঠে জামশেদপুর এফসিকে ৩-০ ব্যবধানে হারিয়েছিল সবুজ মেরুন। আত্মবিশ্বাসের তুঙ্গে ছিল তারা। ঘরের মাঠে চেন্নায়িনের বিরুদ্ধে এমন ফলেরই প্রত্যাশা ছিল। চেন্নায়িনকে এ মরসুমে হারিয়েছে কলকাতার আর এক দল মহমেডান স্পোর্টিং। প্রথম বার আইএসএল খেলতে নামা মহমেডান জয়ের খাতা খুলেছিল চেন্নাইয়ের মাঠে। গত ম্যাচে কেরালা ব্লাস্টার্সের কাছে ০-৩ হেরেছে চেন্নায়িন। তাদের বিরুদ্ধে শুরু থেকে প্রবল অস্বস্তিতে ভুগল মোহনবাগান আক্রমণ ভাগ।

ঘরের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকে একঝাঁক সুযোগ তৈরি করেছে মোহনবাগান। কখনও বল পোস্টে লেগেছে, কখনও অল্পের জন্য পা ছোঁয়ানো হয়নি। চেন্নায়িন এফসির গোলরক্ষক মহম্মদ নওয়াজ দুর্দান্ত সেভও করেন। কিছুতেই গোলের মুখ খুলতে পারছিল না মোহনবাগান। কিন্তু শেষ মুহূর্তে ঝড় তুলল মোহনবাগানের আক্রমণ ভাগ। মনবীর, লিস্টন, কামিন্স, স্টুয়ার্টরা।

অবশেষে ম্যাচের ৮৬ মিনিটে প্রতিপক্ষর রক্ষণ ভাঙল মোহনবাগান। মনবীরের শট পোস্টে লেগে ফিরে আসে। বিপদ তখনও কাটেনি। মুহূর্তের মধ্যে বল পান আশিস রাই। পাস করেন গ্রেগ স্টুয়ার্টকে। তাঁর দুর্দান্ত পাস জেসন কামিন্সকে। এ বার আর প্রতিরোধ গড়তে পারেননি চেন্নায়িন গোলরক্ষক কিংবা ডিফেন্স। কামিন্সের জোরালো শট জালে। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই মনবীরের একটি হেড ক্রসবারে লাগে। নয়তো লিড ২-০ হতে পারত। অ্যাডেড টাইম দেওয়া হয় ৬ মিনিট। সেখানেও ঝড় মোহনবাগানের। যদিও স্কোর লাইনে তার কোনও প্রভাব পড়েনি।

মোহনবাগান বনাম চেন্নায়িন এফসি ম্যাচ দেখতে উপস্থিত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল কোচ অস্কার ব্রুজো। তিনি ছিলেন চেন্নায়িনকে মাপতে। এরপর চেন্নায়িনের বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচ রয়েছে ইস্টবেঙ্গলের। তাই ঘরের মাঠে তাদের দেখে নেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করেননি অস্কার।

## ম্যারাডোনাকে হারানোর ৪ বছর

**স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন :** ২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর আর্জেন্টাইন ফুটবলের কিংবদন্তি ডিয়েগো ম্যারাডোনা পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। মৃত্যুর পর চার বছর পেরিয়ে গেলেও তার স্মৃতি আজও কোটি মানুষের হৃদয়ে অমলিন। ১৯৬০ সালের ৩০ অক্টোবর বুয়েন্স আয়ার্সের উপকণ্ঠে অবস্থিত ভিলা ফিয়োরিতোতে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন ম্যারাডোনা। ছোটবেলা থেকেই ফুটবলের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছিল তার। মাত্র আট বছর বয়সে তিনি 'লস সেবোলিতাস' নামে আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্সের যুব দলে যোগ দেন। ১৫ বছর বয়সে পেশাদার ফুটবলে আত্মপ্রকাশ এবং ১৬ বছর বয়সে জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার মধ্য দিয়ে তিনি দ্রুত ফুটবল দুনিয়ায় পরিচিতি লাভ করেন।

আর্জেন্টিনার জাতীয় দলের এই সাবেক অধিনায়ক, যিনি আর্জেন্টিনোস জুনিয়র্স, বোকা জুনিয়র্স, বার্সেলোনা, নাপোলি, সেভিয়া, এবং নিউয়েলস ওল্ড বয়েজের হয়ে খেলেছেন। তার খেলার জাদু ও ব্যক্তিত্ব আজও তাকে ফুটবলের আইকন করে রেখেছে।

ম্যারাডোনার ফুটবল ক্যারিয়ারের সেরা মুহূর্ত ছিল ১৯৮৬ সালের মেক্সিকো বিশ্বকাপ। আর্জেন্টিনার অধিনায়ক হিসেবে তিনি দলকে শিরোপা জিতিয়েছিলেন। সেই বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিপক্ষে কোয়ার্টার ফাইনালের দুটি গোল আজও ইতিহাসের অংশ: 'হ্যান্ড অব গড' এবং 'গোল অব দ্য সেঞ্চুরি।'

ক্লাব পর্যায়ে তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময় ছিল ইতালির নাপোলিতে, যেখানে তিনি ১৯৮৭ ও ১৯৯০ সালে দলকে প্রথমবারের মতো সিরি এ শিরোপা জিতিয়েছিলেন। তবে তার ক্যারিয়ার ছিল বিতর্কময়ও, যার মধ্যে কোকেইন সেবনের জন্য ১৯৯১ সালে ১৫ মাসের নিষেধাজ্ঞা অন্যতম।

২০২০ সালের ২৫ নভেম্বর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ৬০ বছর বয়সে মারা যান ম্যারাডোনা। চার বছর পরেও, ম্যারাডোনার মৃত্যুর কারণ নিয়ে তদন্ত চলছে। তার সেবায় নিযুক্ত নার্স জিসেলা দাহিয়ানা মাদ্রিদের বিরুদ্ধে 'ইচ্ছাকৃত হত্যার' অভিযোগে বিচারকার্যক্রম এখনও শুরু হয়নি।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR